335185 - দু'জনরে মাঝে চ্যালঞ্জেমূলক প্রতযিোগতিার হুকুম, যদি পুরস্কার দর্শকদরে পক্ষ থকেে দয়ো হয়

প্রশ্ন

নম্নিোক্ত লনেদনেরে বধিান কী? এটা কি হারাম জুয়া বা বাজি ধরার মাঝে পড়বে? মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার হয় এমন একটা প্রোগ্রামে দুজনরে মাঝে চ্যালঞ্জে ছুঁড়ে দওেয়া হবে। চ্যালঞ্জেরে ধরন নম্নিরূপ: ১. চ্যালঞ্জেরে নর্দিষ্টি সময়সীমা থাকব, যটো চ্যালঞ্জে গ্রহণকারী উভয় ব্যক্তি এবং চ্যালঞ্জে উপস্থতি সবার জানা থাকবে। ২. চ্যালঞ্জে শুরু করার আগে দুজনরেই ব্যালন্সে হবে শূন্য। ৩. চ্যালঞ্জেরে শুরু থকেে শষে পর্যন্ত উভয়রে ব্যালন্সে উপস্থতি সবার কাছে দৃশ্যমান থাকবে। ৪. চ্যালঞ্জে শুরু হলে উপস্থতি যে কউে চাইলে চ্যালঞ্জে গ্রহণকারী দুজনরে একজনকে হীরা দতিে পারবে যটো চ্যালঞ্জেকারীর ব্যালন্সে যুক্ত হব; যাতে তাকে জতিয়িে দতিে পার। ৫. চ্যালঞ্জে গ্রহণকারী দুই ব্যক্তরি মাঝে বজিয়ী হবে ঐ ব্যক্তি যার ব্যালন্সে প্রোগ্রাম শষেে অন্য জনরে চাইতে বশেি হবে। ৬. চ্যালঞ্জে গ্রহণকারী দুজনরে মাঝে কউে হীরা দতিে পারবে না, শুধু উপস্থতি অন্যান্য ব্যক্তরিা হীরা দতিে পারবে। হীরা এখানে কছিু ভার্চুয়াল জনিসি যগেুলো আসল অর্থ দয়িে কনো যায়, অথবা প্রোগ্রামরে ভতেরে অন্যান্য পন্থায় অর্জন করা যায়।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

অধকিাংশ ফকীহরে মতে উট, ঘোড়া বা তীরন্দাজরি প্রতযিোগতিা ছাড়া অন্য কছিুর ক্ষত্রেে পুরস্কার, অর্থ বা অন্য কছিু বনিমিয় হসিবেে দওেয়া জায়যে নইে। কউে কউে এই বধৈতার মাঝে অন্তর্ভুক্ত করছেনে কুরআন, হাদীস, ফকিহসহ দ্বীন প্রচারে সহায়ক সব ধরনরে প্রতযিোগতিা।

উক্ত বষিয়ে মূল দলীল হল একটি হাদীস যা আবু দাউদ (২৫৭৪), তরিমযিী (১৭০০) ও ইবনে মাজাহ (২৮৭৮) বর্ণনা করছেনে। তরিমযিী হাদীসটকিে হাসান বলছেনে। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "তীর, ঘোড়া এবং উট ছাড়া অন্য কছিুর প্রতযিোগতিায় পুরস্কার নইে।" শাইখ আলবানী তার 'সহীহ আবু দাউদ' ও অন্যান্য বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেনে।

হাদীসে سبق (সাবাক) বলতে বোঝানো হয়ছেে প্রতযিোগতিায় বজিয়ী ব্যক্তরি জন্য যে পুরস্কার বা প্রাপ্য নর্ধিারণ করা হয়।

সন্দী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: “খাত্তাবী বলনে: প্রতযিোগতিার মাধ্যমে অর্থ নওেয়া শুধুমাত্র এই দুই ক্ষত্রেে হালাল হবে। ক্ষত্রের দুটি হলো: উট ও ঘোড়া। এই দুটরি সাথে যুক্ত করা হয়ছেে এই দুটরিই কাছাকাছি বস্তু তথা যুদ্ধাস্ত্র। কারণ এগুলোতে পুরস্কার দওেয়ার মাধ্যমে জহিাদরে প্রতি উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহী করে তোলা হয়।”[হাশয়িাতুস সন্দী আলা সুনান ইবনে মাজাহ: (২/২০৬) থকেে সমাপ্ত]

পুরস্কারটা প্রতযিোগীদরে অর্থ থকেে হোক কংিবা তৃতীয় পক্ষ থকেে হোক, এতে কোনো পার্থক্য নইে। এগুলো সবই নষিদ্ধি; কবেল তনিটি ক্ষত্রের ছাড়া যগেুলোর কথা সরাসরি দললিে উদ্ধৃত হয়ছেে এবং যা কছিুকে ইসলামরে সাহায্য হসিবেে এ তনিটরি অধভিুক্ত করা হয়ছে। কন্তিু প্রতযিোগতিাটা যদি হয় প্রতযিোগীদরে অর্থ থকেে, তাহলে সটো জুয়া। আর যদি হয় অন্যদরে অর্থ দয়িে তাহলে সটো জুয়া নয়; তবে হারাম। কারণ সটো নষিদ্ধি কাজরে বনিমিয়।

অধকিাংশ ক্ষত্রেে এই প্রতযিোগতিাগুলো অনুপকারী বষিয়ে হয়ে থাকে। এমনকি হারাম বষিয়েও হয়ে থাকে। যমেন: গান বা অন্যান্য। হারাম বষিয়ে অর্থ ব্যয় করা জায়যে নইে। বুদ্ধমিান ব্যক্তি নজিরে সম্পদ শুধু এমন কাজইে ব্যয় করে যাতে উপকার আছে। সুতরাং এমন প্রতযিোগতিা হারাম হওয়ার এটা আরকেটি কারণ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িযা বলনে: “যদি দুই প্রতযিোগীর একজন অথবা তৃতীয় কউে বনিয়িমটা দয়ে তাহলে সটো পুরস্কার প্রদানরে আরকেটা রূপ। তদুপরি এটা করতে নষিধে করা হয়ছে। কবেল বধৈতা দওেয়া হয়ছেে এমন ক্ষত্রেে যাতে উপকার রয়ছে। যথা: উট বা ঘোড়দৌড় কংিবা তীরন্দাজি। হাদীসে এসছে: “ঘোড়া, উট এবং তীর ছাড়া অন্য কছিুর প্রতযিোগতিায় পুরস্কার নইে।” কারণ দ্বীন ও দুনয়িার যে কাজে কোনো উপকার নইে তাতে অর্থ ব্যয় করা নষিদ্ধি; যদওি সটো জুয়া না হয়।”[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/২২৩) থকেে সমাপ্ত]

সুতরাং এমন চ্যালঞ্জেমূলক প্রতযিোগতিায় পুরস্কার দওেয়া হারাম, যদওি সটো দর্শকদরে পক্ষ থকেে হয়ে থাকে।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।